ম | ক্কা

হজ বিড়ম্বনা

সরকারের কোটি কোটি টাকা অপচয়। নিম্নমানের বাড়ি ভাড়া। এবার হজযাত্রীদের দুর্ভোগ বাড়বে

নিশ্চিতভাবে... লিখেছেন **জিয়াউদ্দিন মাহ্‌মুদ মিঠু**

হজযাত্রীদের হজ ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হোক। তাহলে প্রতি বছর সরকারের কোটি কোটি টাকা অপচয় বন্ধ হবে।

বাংলাদেশ সরকারের ব্যবস্থাপনায় ব্যালটি হজযাত্রীর সংখ্যা প্রতিবছরই হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণসহ বিভিন্ন নামে প্রতি বছরই সরকারি খরচে বিভিন্ন গ্রুপ পাঠানো হয়।

সরকারি হাজিদের আবাসন অর্থাৎ বাড়ি ভাড়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরই মক্কা ও মদিনা শরিফে বড় রকমের দুর্নীতি হচ্ছে। এসব দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকেন দালালরা। এ সমস্ত দালাল সরাসরি মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের আশীর্বাদপুষ্ট। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে মক্কা ও মদিনার স্থানীয় পর্যায়ের সরকার দলীয় ও হজ মিশনের দুর্নীতিবাজ কিছু কর্মকর্তা।

চলতি হজ মৌসুমে বাংলাদেশী হজ যাত্রীর সংখ্যা কয়েক বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর মধ্যে সরকারি বা ব্যালটি হজযাত্রী মাত্র ২৬৩৫ জন। ২০০৬ সালের হজ নীতিমালায় চলতি হজ মৌসুমে ৬০ হাজার হজযাত্রী পাঠানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে । এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪ হাজার এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৫৬ হাজার হজযাত্রী হজব্রত পালন করতে পারবেন। কিন্তু বর্তমানে চলতি বছর সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীর সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক অনেক কম।

এদিকে জেদ্দার বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল অফিসের হজ উইংয়ের কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য ২০ লাখ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের একটি অত্যাধুনিক বাস কেনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। যদিও হজ উইংয়ের কর্মচারীদের পরিবহনের জন্য একটি বাস রয়েছে। কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি থাকলেও বাসটি ব্যবহারের অনুপযোগী নয়, পরিত্যক্তও ঘোষণা করা হয়নি। এ বছর হজকে সামনে রেখে তারা নতুন গাড়ি চেয়েছে। ধর্ম মন্ত্রণালয় ২০ লাখ ৫০ হাজার টাকার বরাদ্দও দিয়েছে।

এবার মক্কা ও মদিনায় ব্যালটি হজযাত্রীদের বাড়ি ভাড়া পড়েছে গতবারের চেয়ে দেড়শ' থেকে দুইশ' সৌদি রিয়াল বেশি। আর মক্কায় বাড়িগুলো পবিত্র কাবা শরীফ থেকে প্রায় ১৬ শ' মিটার দূরে। ভাড়া করা ৩২টির বাড়ির প্রায় প্রতিটির কোনো কোনোটির ধারণ ক্ষমতা ২০ থেকে ২৫ জন।

ভাড়া করা বাড়ি সমূহ পুরাতন ও হাজিরা প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন।

২২৩৭ জন হাজির জন্য পবিত্র হেরেম শরীফ থেকে প্রায় ১৪শ' থেকে ১৬শ' মিটার দূরত্বের মধ্যে বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। এতে এবার সরকারি ব্যবস্থাপনায় আসা হাজিদের দুর্ভোগ বাড়বে।

আর চলতি বছর অর্থাৎ ২০০৬ সালের হজ মৌসুমে বাংলাদেশী হজযাত্রীর সংখ্যা গত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর মধ্যে সরকারি বা ব্যালটি হজযাত্রী মাত্র ২৬৩৫ জন। সরকারের ২০০৬ সালের হজ নীতিমালায় চলতি হজ মৌসুমে ৬০ হাজার হজযাত্রী পাঠানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪ হাজার এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৫৬ হাজার যাত্রী হজব্রত পালন করতে পারবেন। কিন্তু বর্তমানে চলতি বছর সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীর সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেকের সামান্য বেশি।

এই চিত্র থেকে দেখা যায় বিগত ১০ বছরে মোট হাজির সংখ্যা ছিল ৩৭,১৮১৭ জন। আর সেখানে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজব্রত পালন করেছেন ৩০,৬৬৬৫ জন হাজি। ব্যালটি অর্থাৎ সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজব্রত পালন করেছেন মাত্র ৬৫,১৬২ জন।

ওআইসি হজ নীতিমালায় প্রতিবছর কোনো দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি হাজারে একজন প্রতিবছর হজ সম্পাদনের সুযোগ পান। কিন্তু সে নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় এক লাখ ব্যক্তি হজে গমন করতে পারে। কিন্তু বিগত ১০ বছরের চিত্র অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

সৌদি আরব

গত ১০ বছরে আগত হাজির পরিসংখ্যান

সাল	ব্যালটি হাজির সংখ্যা সরকারি ব্যবস্থাপনায়	নন ব্যালটি হাজির সংখ্যা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়	মোট আগত হাজির সংখ্যা
২০০৫	৩,৮১৭	৪১,২৩৫	৪৫০৫২
২০০৪	৫,৮১০	৩৪,৩৪২	৪০,১৫২
২০০৩	৭,৯৪৫	৩২,৬২৮	৪০,৫৭৩
২০০২	৩,৫১৫	৩৫,৩৫৭	৩৮,৮৭২
২০০১	৪,৪৮৬	৪২,৩৯৩	৪৬,৮৭৯
২০০০	৭,৬৮৪	৩৩,১৮১	৪০,৮৬৫
১৯৯৯	৭,১৮৭	২৬,৯০৪	৩৪,০৯১
১৯৯৮	৮,০৪১	২২,৩১৫	৩০,৩৫৬
১৯৯৭	৮,৯৪৬	২২,৫৩১	৩১,৪৭৭
১৯৯৬	৭,৭২৯	১৫,৭৭৯	২৩,৫০০

কো | রি | য়া

জীবন এখানে অন্যরকম

বড় সুন্দর গোছানো পরিপাটি বৈচিত্র্যময় কোরিয়ানদের জীবন। জন্মলগ্নেই এরা সোনার চামচ মুখে নিয়ে পৃথিবীতে আসে। হাসি আনন্দেই কেটে যায় এদের শিশুকাল। আর কিশোর বয়সেই এদের বন্ধু, বান্ধবীর সঙ্গে মন দেয়া-নেয়া শুরু হয়। পাঁচ সাত বছর চুটিয়ে প্রেম করে। একই সঙ্গে জোড়া বেঁধে চলতে চলতে একে অপরকে কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেয়। একজন আর একজনের সম্পূর্ণ পরিপরক কিনা। দীর্ঘদিনের ভালোবাসা পূর্ণতা পায় বিবাহ বন্ধনে অবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে।

এখানে করো সঙ্গে ভালোবাসা না হয়ে বিয়ে হয় না। প্রেমিক প্রেমিকা নেই এমন কেউ বিয়ে করবে তো দুরের কথা, বিয়ের কথা ভাবতেও পারে না। এদেশে সবারই জীবন চলার নিশ্চিয়তা আছে। একটু হিসেব করে চললে একজন সাধারণ শ্রমিকও মাস শেষে যা বেতন পায় তা দিয়ে সময়ের আবর্তে বাড়ি, গাড়ি, টেলিভিশন, ফ্রিজ সবই করে নিতে পারে। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকদের মতো।

এখানকার ধনী-গরিব সবাই দুপুরের খাবার কর্মক্ষেত্রে নতুবা হোটেলে খেয়ে নেয়। রাতে হোটেলে খায় নতুবা বাসায়। এমন সাদামাটা খাবার খায় যা তৈরি করতে বিশ মিনিটের বেশি সময় লাগে না। আমাদের দেশের গৃহিণীদের মতো সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রান্না ঘরে থাকতে হয় না। এদের ভালো কিছু খেতে মন চাইলে সপরিবারে হোটেলে চলে যায়।

পুরো সপ্তাহব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করে ও শনিবার এলে এরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হোটেল, রেস্তরাঁ, বারগুলো কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। নাচ গানের তালে তালে হারিয়ে যায় সমস্ত কর্ম ক্লান্তি। সব ক্লান্তি ঝেরে ফেলে আবার নতুন উদ্যমে লেগে যায় যার যার কাজে। এত হাসি আনন্দের মাঝে ব্যতিক্রমও আছে। এখানে ছেলেমেয়ে সবাই স্বাবলম্বী। একজনের চাপিয়ে দেয়া মতামত মনপুত না হলে মেনে নেয় না। এতে বিয়ের আগেই জুটি ভেঙ্গে যায়। একই কারণে বিয়ের পরেও সংসার ভাঙে। এদের কেউ কেউ আবার সংসার গড়ে, কেউ বা বিরহ ব্যথা নিয়ে বাকি জীবনটা একা একাই কাটিয়ে দেয়। এদের মনমানসিকতা প্রায় সবারই একই রকম। লেখাপড়া শেষ হবার পর সবাইকেই দুই বছর তিন মাস সামরিক ট্রেনিং বাধ্যতামূলক নিতে হয়। এই ট্রেনিংয়ে এদের জীবন চলার সব কিছুই শিখানো হয়।

Md.Tazul Islam
Guchuk Dong,
Guro-Gu, Seoul-S. Koria

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ :
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se

ঢাকা ব্যুরো :
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court,
Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: probashiprokashona@yahoo.com

A QUALITY INTERNATIONAL FOOD STORE IN TOKYO, JAPAN

HALAL

online store BATICROM
An Enterprise of Diamond Trading Company

TOKYO

www.baticrom.com

Happy Ramadhan

ব্যতিক্রমের বিশেষ মূল্যহ্রাস

আংশিক মূল্য তালিকা :

পাংগাস, মাগুর, শোল, নলা	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
বোয়াল, কাজলী, কোরাল, বাইম	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
সাগরপোনা, কাকিলা, গুতুম	৪৯৫ ইয়েন/কেজি
শুঁটকি (কাচকি, বাতাসি, রূপচাঁদা, ঘনিয়া, ছুরি, লটিয়া)	৪০০-৭০০ইয়েন/প্যাকেট
বাংলাদেশী রান্না মাংস (খাসী)	৯৯৫ ইয়েন/কেজি
গরু/খাসীর গোশ্ত (Beef/Mutton Cut Regular)	৮৫০ ইয়েন/কেজি

সীম, মটরশুঁটি, MIXED সবজি	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
ডাল (মসুর, মুগ, বুট, ছোলাবুট)	৩১৫ ইয়েন/কেজি
রান্নার মসলা (হলুদ, মরিচ, জিরা ধনিয়া)	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
বাংলা, হিন্দি গান+সিনেমার CD/VCD/DVD	৪৮০/৫৮০/৭৮০ ইয়েন/কপি
বাংলা (গল্প, উপন্যাস) বই	৬০০-১৫০০ ইয়েন/কপি
পোশাক : প্যান্ট, শার্ট, শাড়ি, থ্রি-পিস, পাঞ্জাবি, পায়জামা, লুঙ্গি, টুপি)	আকর্ষণীয় মূল্যে

Retail sale
Baticrom Online Store
Abankurest Itabashi Building
1-13-10 Itabashi, Itabashi-Ku, Tokyo, Japan.
Tel : 03-5943-5661, 03-3963-6636
Fax : 03-5943-5662
E-mail-info@baticrom.com

For Wholesale:
DIAMOND TRADING COMPANY
Eguchi Bldg.; 1-45-14 Ikebukuro-Honcho
Toshima-ku, Tokyo, Japan.
Tel.: (03)3590-6433 fax.: (03)3590-6434

গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের প্রতিপাদ্য !!

সাধ, সাধ্যের এক অপূর্ব সমন্বয়